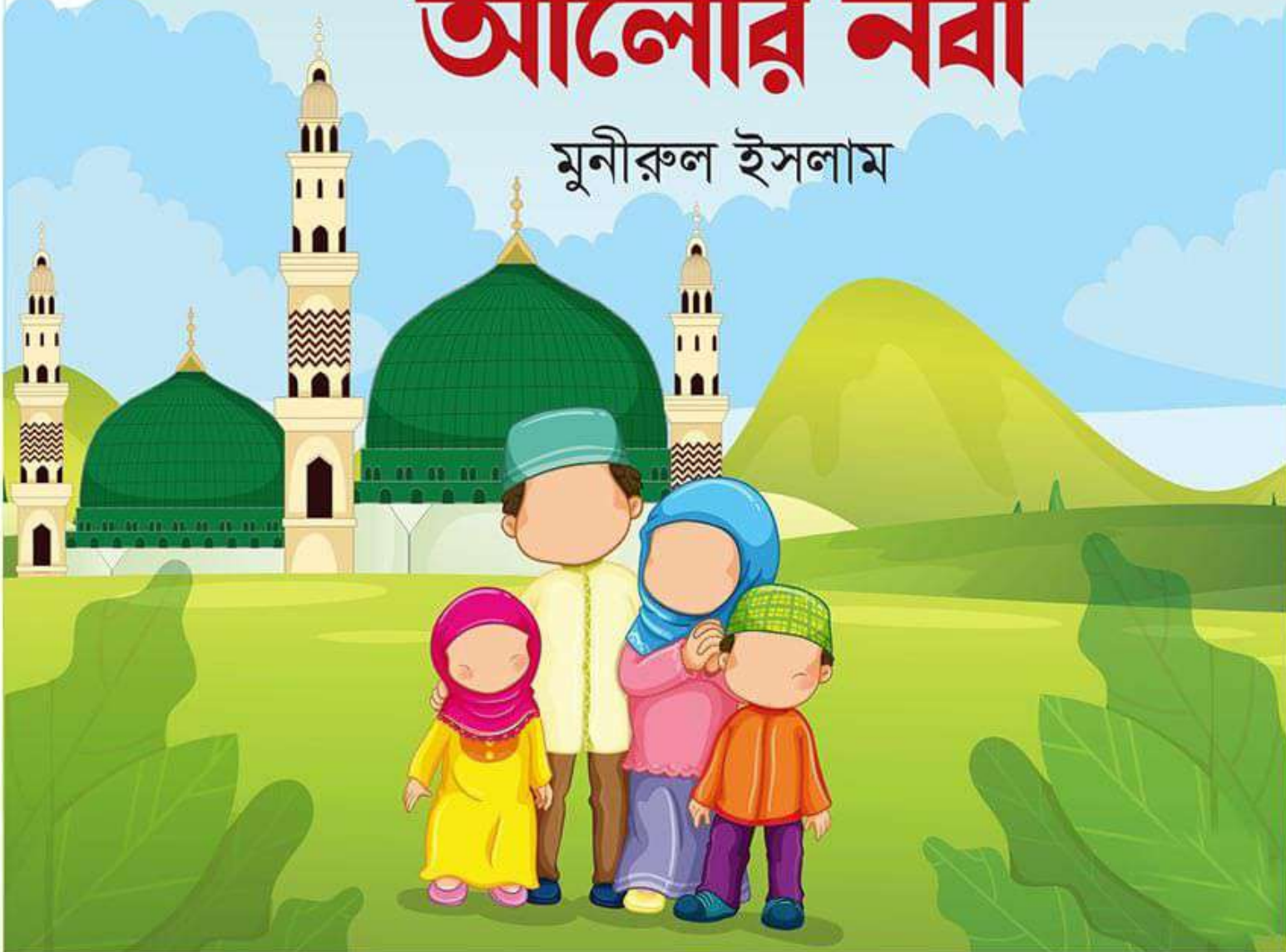


ছোটদের
প্রিয়নবীর গল্প-১

তঁাধার ধরায় আলোর নবী

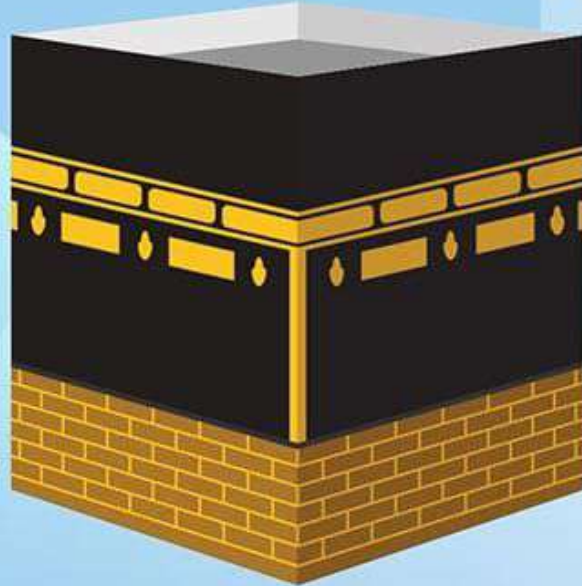
মুনীরুল ইসলাম



নবীজির পিতা-মাতা

ছোট্ট বন্ধুরা! শুরুতেই তোমাদেরকে আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পিতা-মাতার কথা শোনাও। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক।

নবীজির পিতার নাম আবদুল্লাহ। মাতার নাম আমেনা। দাদার নাম আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন পিতার অনেক প্রিয় সন্তান। তাঁর উপাধি ছিল ‘জবিহ’। ‘জবিহ’ মানে জবাইকৃত।



নবীজির বক্ষ বিদারণ

এবার তোমাদের শোনাব নবীজির সিনাচাকের গল্প। সিনাচাক মানে বক্ষ বিদারণ করা। মহানবী ﷺ-এর মোট চারবার সিনাচাক করা হয়। মানে বুক কেটে পরিষ্কার করা হয়। নবীজির সিনাচাকের সময়গুলো হলো—

১. শিশুকালে তাঁর বয়স যখন প্রায় চার বছর
২. তাঁর বয়স যখন দশ বছর
৩. যৌবন কালে
৪. মিরাজে যাওয়ার আগে।

দুইবার সিনাচাকের কথা বেশি প্রসিদ্ধ।

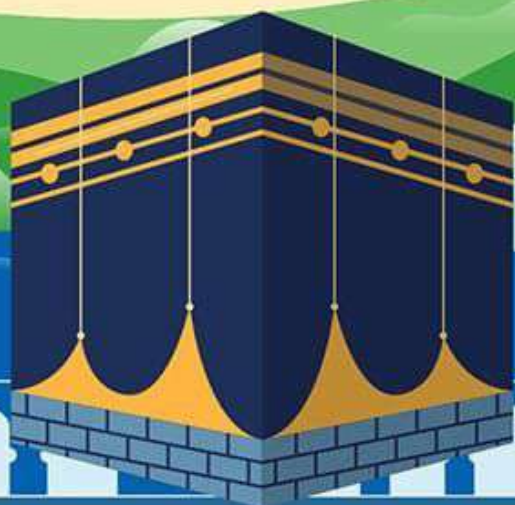
শিশু মুহাম্মদের বয়স যখন চার বছরের কাছাকাছি, তখন একদিন মুহাম্মদ ও তাঁর দুধমা হালিমা সাদিয়ার ছেলে তাঁবু থেকে দূরে খেলাধুলা করছে। তখন হালিমা সাদিয়ার ছেলে ভয় পেয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এলো। এসে তাকে কুরাইশি ভাইয়ের কাছে যেতে বলল।



ছোটদের
প্রিয়নবীর গল্প-২

শুরু হলো দীনের দাওয়াত

মুনীরুল ইসলাম



তিনি যেভাবে নবী হলেন

ছোট্ট বন্ধুরা! এবার তোমাদের শোনাব আমাদের নবীজির নবী হওয়ার গল্প। মহানবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ নবী হওয়ার আগেও কখনো মূর্তিপূজায় অংশ নেননি। শুধু তাই নয়, নিজের বংশের মানুষের মূর্তিপূজা দেখেও তিনি অনেক কষ্ট পেতেন।

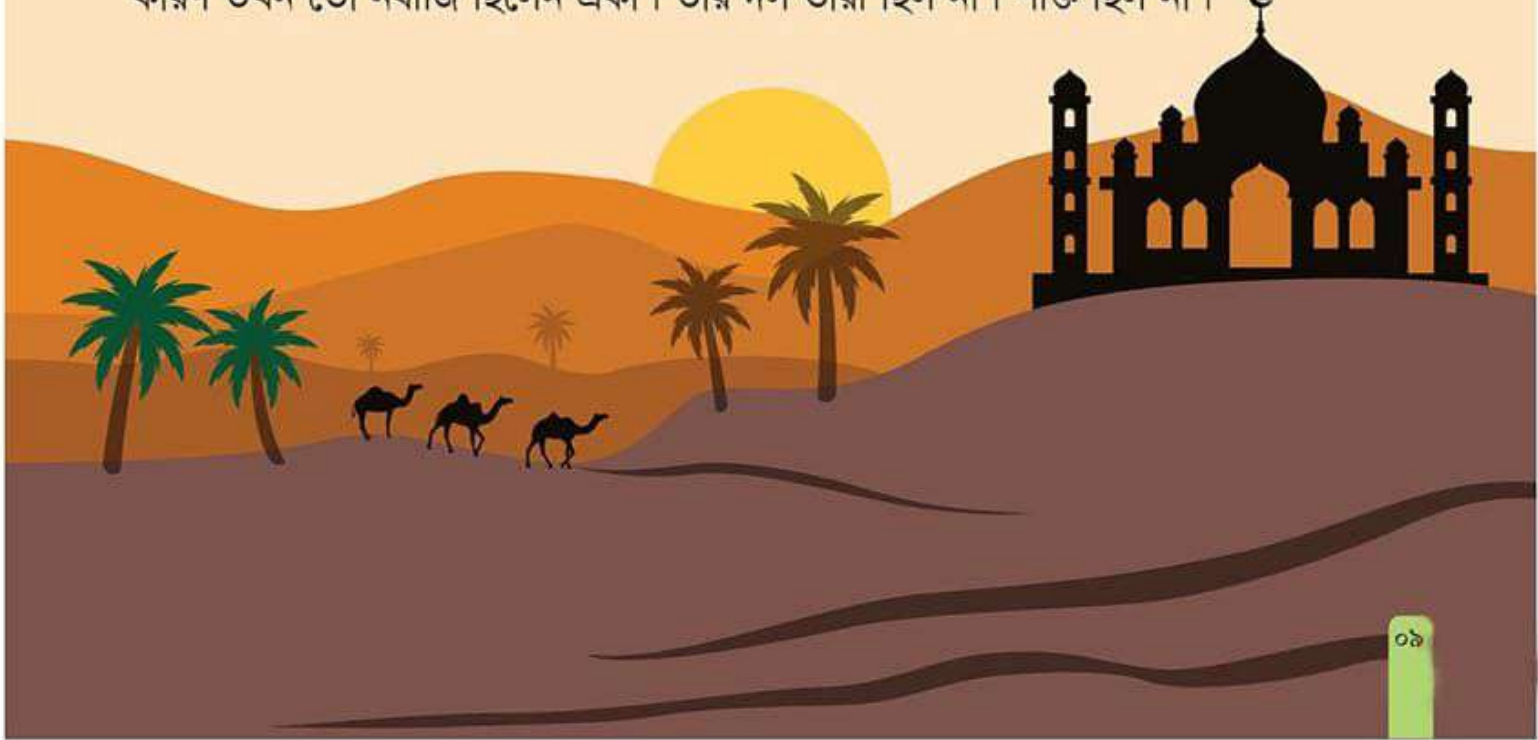
কাবাঘর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে একটি নিরিবিলি গুহা ছিল। গুহাটি এখনও আছে। হাজি সাহেবরা সেটি দেখতে যান। দেখে নয়ন-প্রাণ জুড়ান। গুহায় নফল নামাজ পড়েন। নবীজি প্রায় সময় সেখানে যেতেন। একাকী আল্লাহর ইবাদত করতেন। তখন তিনি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শরিয়ত মতে ইবাদত করতেন।

এভাবেই একদিন তিনি হেরা গুহায় গেলেন। এমন সময় তাকে নবুওয়তি দেওয়ার মূল্যবান সময় আসে। আসে মর্যাদা দিয়ে মহিমাম্বিত করার পবিত্র মুহূর্ত। নবীজির জন্মের ৪১তম বছরে ১৭ রমজান জিবরাইল ফেরেশতা তাঁর কাছে আসেন।

শুরুতে যাঁরা মুসলমান হলেন

ছোট বন্ধুরা! নবী হলেন হজরত মুহাম্মদ ﷺ। একটু আগেই তোমরা জানলে। বন্ধুরা! বর্তমানে পৃথিবীতে দেড় শ কোটির মতো মুসলমান আছে। এই সংখ্যা তো আর একদিনে হয়নি! প্রায় দেড় হাজার বছরের অর্জন এটা। তাই এই দেড় শ কোটির তালিকায় শুরুর দিকে যারা মুসলমান হয়েছিলেন তারা অবশ্যই ভাগ্যবান। ওই ভাগ্যবানদের নামই একটু পরে আমরা জানব।

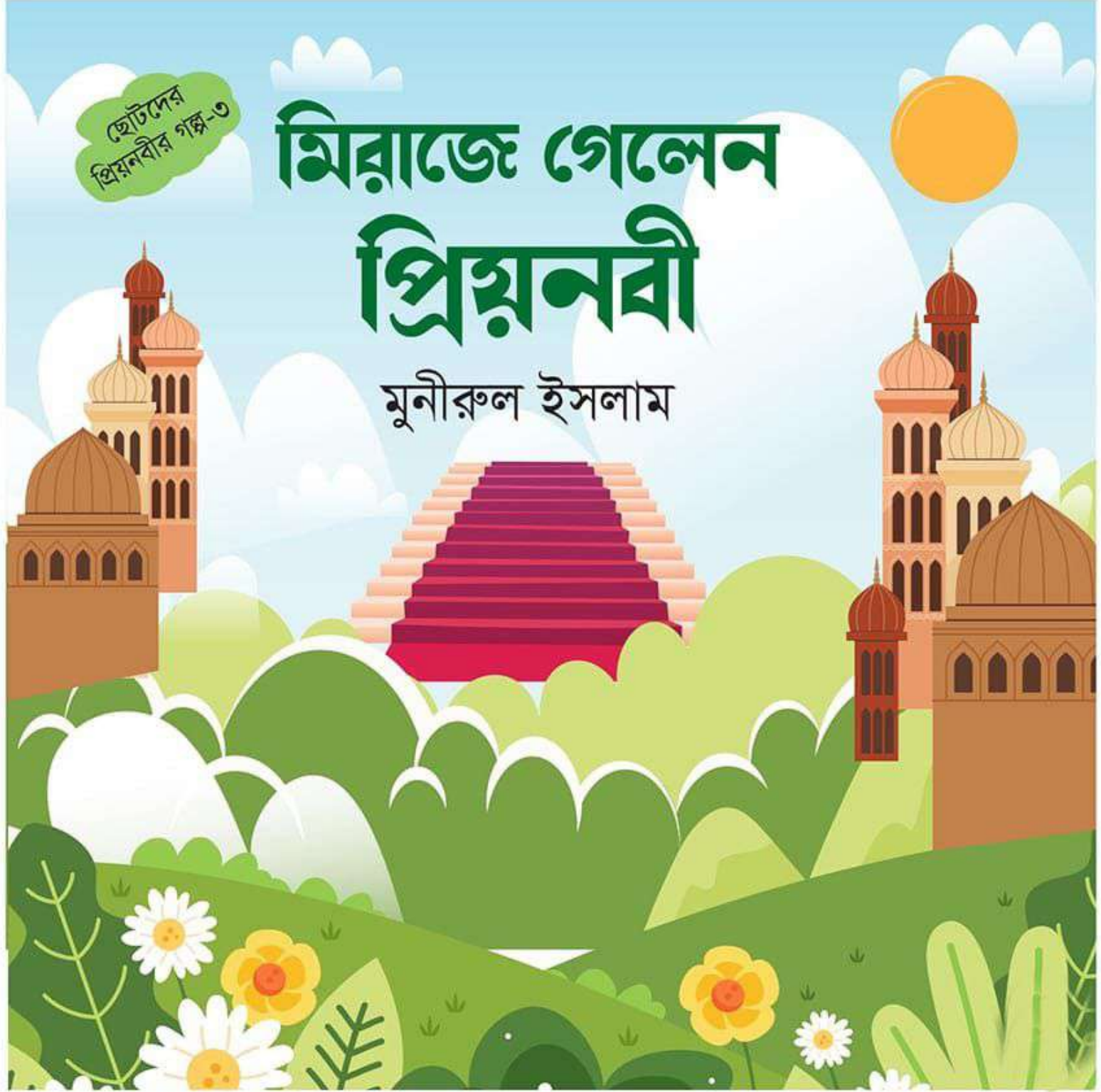
বন্ধুরা! নবী হওয়ার পর প্রথম তিন বছর তিনি চুপে চুপে ইসলামের দাওয়াত দেন। কারণ তখন তো নবীজি ছিলেন একা। তাঁর দল ভারী ছিল না। শক্তি ছিল না। ৬

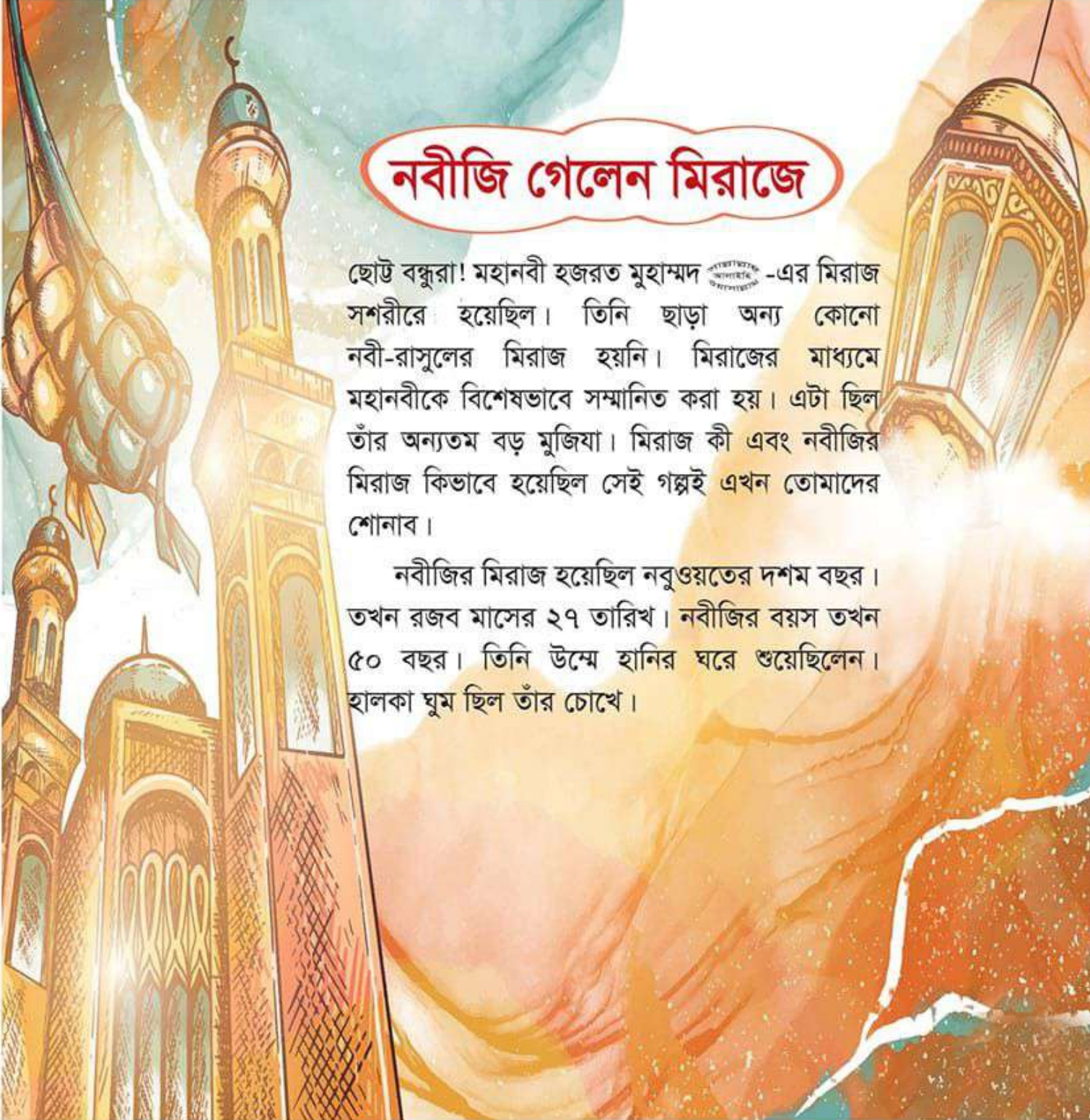


ছোটদের
প্রিয়নবীর গল্প-৩

মিরাজে গেলেন প্রিয়নবী

মুনীরুল ইসলাম





নবীজি গেলেন মিরাজে

ছোট বন্ধুরা! মহানবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মিরাজ সশরীরে হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো নবী-রাসুলের মিরাজ হয়নি। মিরাজের মাধ্যমে মহানবীকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। এটা ছিল তাঁর অন্যতম বড় মুজিয়া। মিরাজ কী এবং নবীজির মিরাজ কিভাবে হয়েছিল সেই গল্পই এখন তোমাদের শোনাব।

নবীজির মিরাজ হয়েছিল নবুওয়তের দশম বছর। তখন রজব মাসের ২৭ তারিখ। নবীজির বয়স তখন ৫০ বছর। তিনি উম্মে হানির ঘরে শুয়েছিলেন। হালকা ঘুম ছিল তাঁর চোখে।

চাঁদ হলো দুই টুকরো

ছোট বন্ধুরা! মক্কার কাফেররা নবীজির কথাতো শুনতই না, উল্টো তাঁকে জ্বালাতন করত, বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। নবীজি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার আগের কথা। কেউ বলেন, এটা নবীজি মিরাজ করে আসার পরের কথা।

পূর্ণিমা রাত। আবু জাহেল, ওলিদ বিন মুগিরা, আস বিন ওয়ায়েলসহ আরো কয়েকজন কাফের নবীজিকে বলল, তুমি যদি সত্য নবী হও, তবে আকাশের ওই চাঁদটিকে দুই টুকরো করে দেখাও। তুমি চাঁদকে দুই টুকরো করে দেখাতে পারলে আমরা তোমার ধর্ম গ্রহণ করব এবং তোমাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব।



ছোটদের
প্রিয়নবীর গল্প-৪

মস্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত

মুনীরুল ইসলাম



হেঁটে গেলেন সামনে দিয়ে

৬২২ খ্রিস্টাব্দ। মহানবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ হিজরত করবেন। জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় যাবেন। হিজরতের আগে মক্কার ইসলাম বিদ্বৈষীরা ‘দারুন নাদওয়া’ বৈঠকে নবীজিকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। তিনি যখন রাতে নিজ বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আল্লাহ তখন তাকে হিজরতের নির্দেশ দেন। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

প্রিয় সঙ্গী হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে মদিনার উদ্দেশে রওনা হলেন। নবীজি অস্ত্রধারী কুরাইশ বাহিনীর সামনে দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে পড়লেন। মক্কার চার মাইল উত্তরে সওর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন।



কেটে গেল সাপের বিষ

সওর পাহাড়েরই গল্প। মহানবী ﷺ ও তাঁর সঙ্গী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভোর হওয়ার আগেই সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। গুহার মধ্যে তিনি সাপের খোলস ও অস্তিত্ব দেখতে পেলেন। নবীজি গুহায় প্রবেশের আগে হজরত আবু বকর গুহাটি পরিষ্কার করলেন।

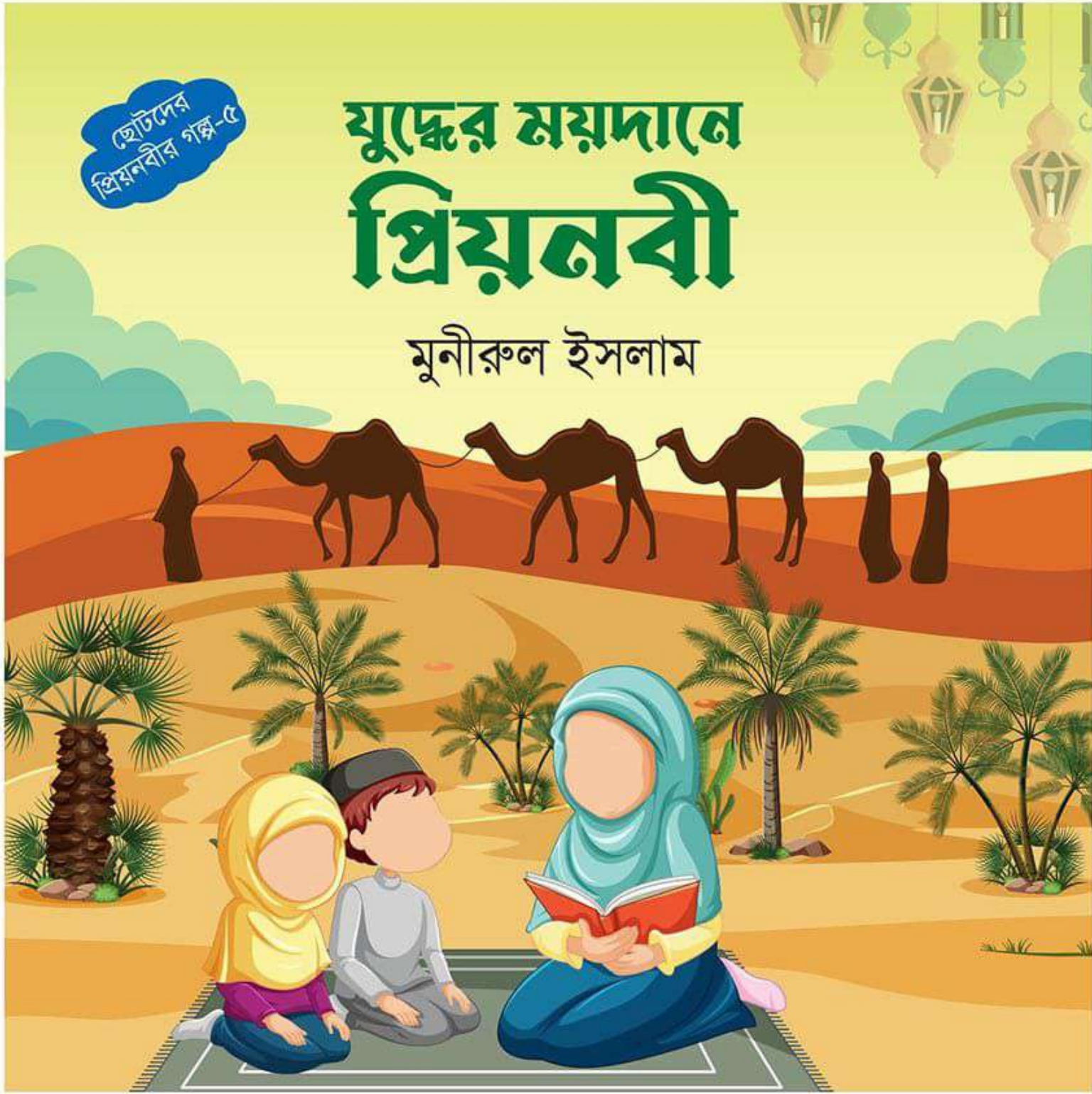
হজরত আবু বকর গুহার ভেতরে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখতে পেলেন। তিনি ছিদ্রগুলো নিজের গায়ের চাদর দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। যেন বিষাক্ত কোনো প্রাণী আক্রমণ করতে না পারে। কিন্তু একটি বা দুইটি ছিদ্র বন্ধ করতে পারলেন না। তিনি তা পা দিয়ে বন্ধ করে রাখলেন।



ছোটদের
প্রিয়নবীর গল্প-৫

যুদ্ধের ময়দানে প্রিয়নবী

মুনীরুল ইসলাম



একটি খেজুরও কমলো না

মহানবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ দুনিয়ার মানুষের জন্য রহমত। উম্মতের ব্যথায় তিনি নিজেই ব্যথা পেতেন। তাদের সমস্যার সমাধানে তৈরি থাকতেন। উম্মতের সমস্যা সমাধানে রয়েছে নবীজির অসংখ্য মুজিয়া। এমনই একটি মুজিয়ায় ঋণ থেকে মুক্তি পেল এক সাহাবি। এই সাহাবির নাম হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু।

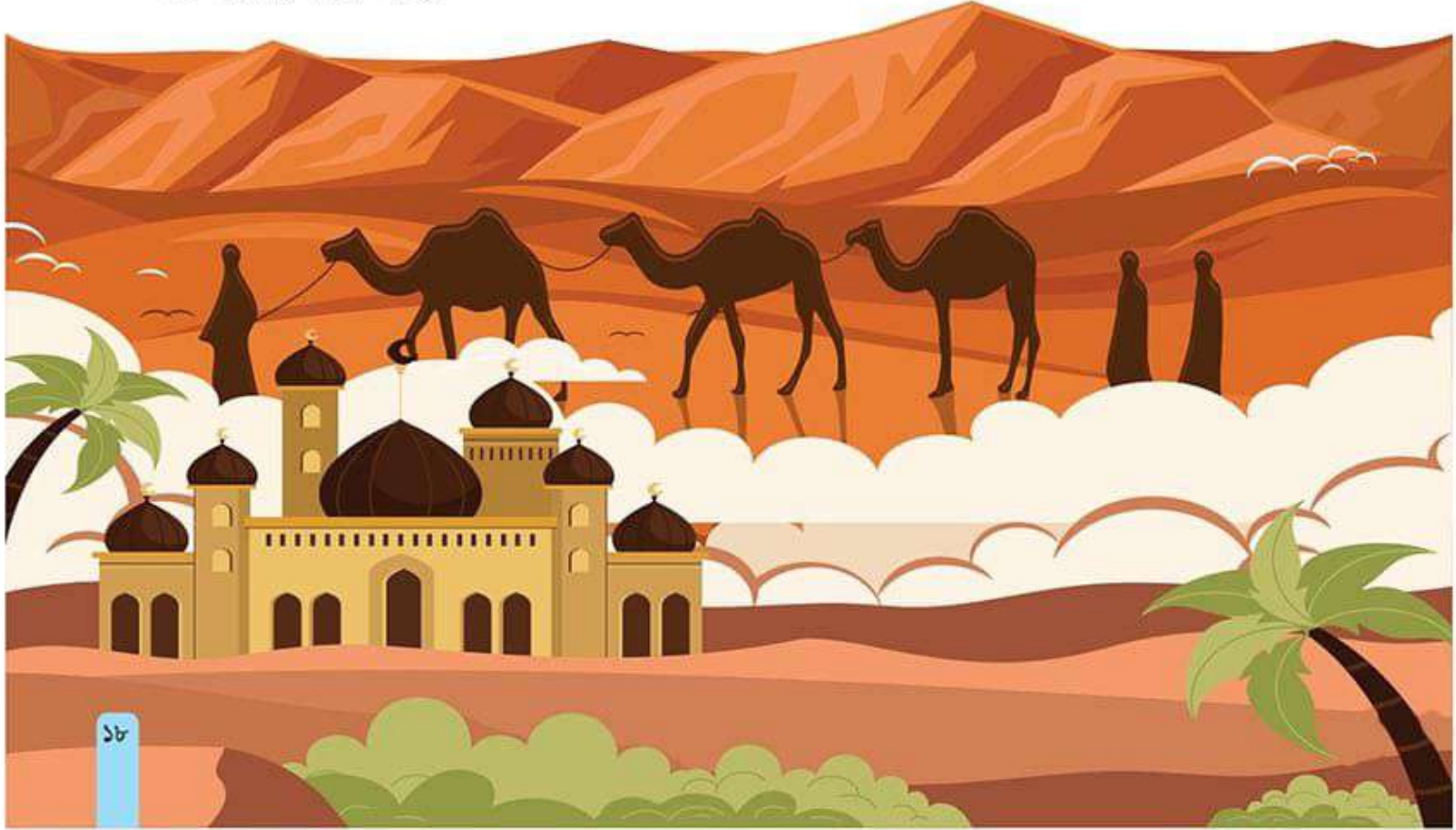
তিনি বলেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি অনেক ঋণ রেখে যান। তার কাছে অনেক মানুষ টাকা-পয়সা পাবে। এই ঋণ শোধ করার মতো কোনো উপায় আমার ছিল না। আমার কাছে পিতার রেখে যাওয়া সামান্য খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এক সময় ঋণ শোধ করার সময় হলো। আমি নবীজির কাছে গিয়ে আমার অবস্থা তুলে ধরলাম।



নবীজির দোয়ার বরকতে

ছোট্ট বন্ধুরা! এবার তোমাদের শোনাব তাবুকের যুদ্ধের গল্প। তাবুকও একটি জায়গার নাম। নবীজি বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে বের হলেন। যাবেন মদিনা থেকে তাবুকের পথে। দীর্ঘ পথ। কিন্তু তাদের সঙ্গে খাবার খুব সামান্য। তাই অল্প সময়েই খাবার শেষ হয়ে এলো। নবীজি ও সাহাবিদের খুব কষ্ট হতে লাগল। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লেন সবাই।

সাহাবিরা নবীজির কাছে গিয়ে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের কিছু উট জবাই করে খাই।



ছোটদের
প্রিয়নবীর গল্প-৬

দয়ার নবী মায়ার ছবি

মুনীরুল ইসলাম

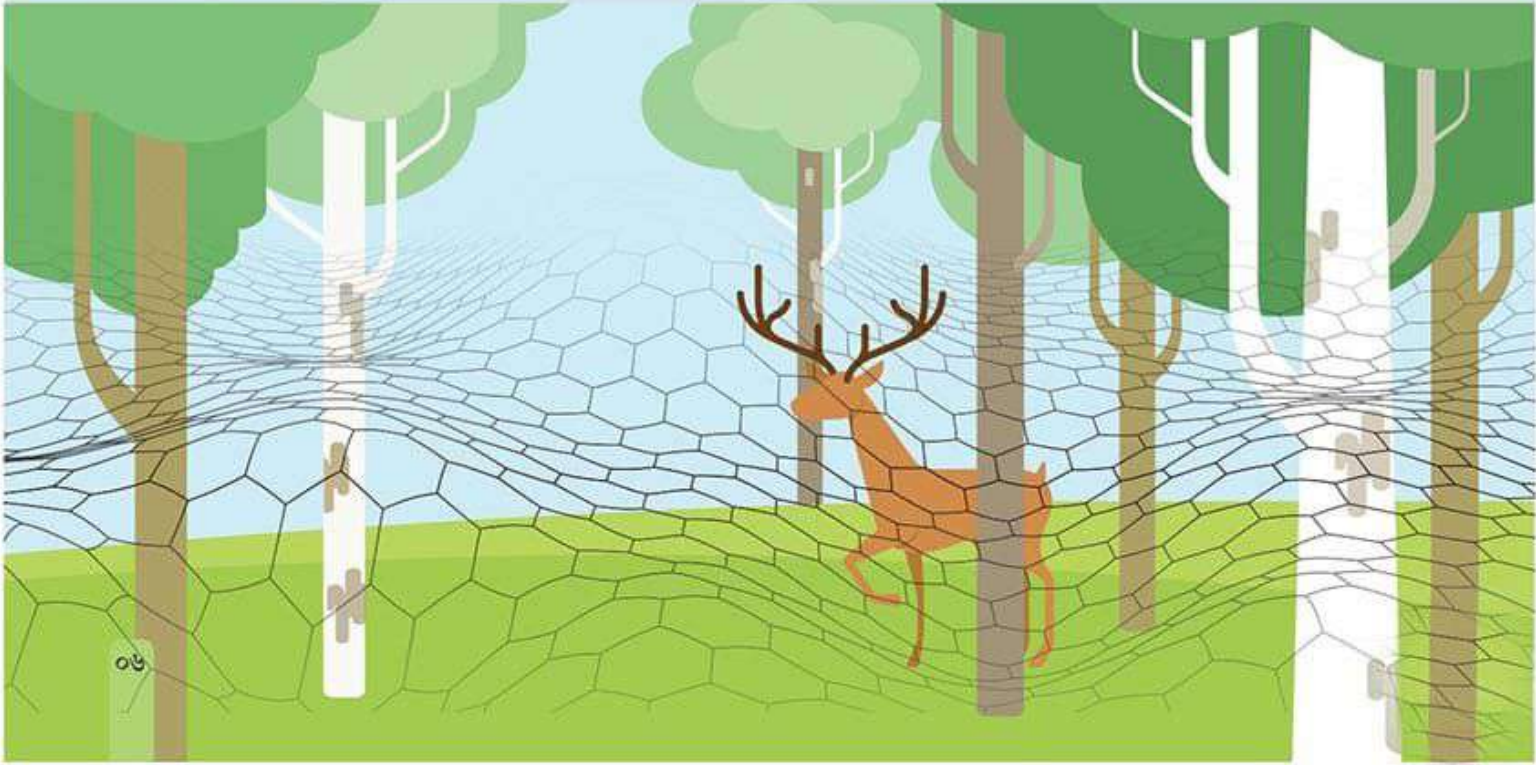


হরিণের ওয়াদা পালন

বন্ধুরা, উটের প্রতি নবীজির দয়ার গল্প শুনলে, এবার শোনো হরিণের প্রতি দয়ার গল্প।

এক কাফের লোক হরিণ শিকার করতে বের হলো। সে হরিণ চলাচলের পথে জাল পেতে পেছন থেকে হরিণ তাড়ানো শুরু করল। একটি হরিণ প্রাণের ভয়ে পালাতে গিয়ে তার পাতা জালে আটকা পড়ল। তখন শিকারী মহা আনন্দে হরিণটাকে ধরে ফেলল।

হরিণটা কয়েক দিন আগে দুটো বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চা দুটো রেখে এখানে খাবার খুঁজতে এসেছে। হরিণ ভাবল, তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই সে বাচ্চা দুটোর কথা মনে করে কাঁদতে লাগল।



বৃষ্টি এলো রিজিক নিয়ে

ছোট বন্ধুরা, দেশে একবার বৃষ্টি হচ্ছিল না। দেশে তাই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কারণ, সময়মতো বৃষ্টি না হলে জমিনে ভালো ফসল হয় না। তাই তখন দেশে দুর্ভিক্ষ বা অভাব দেখা দেয়। তখন এক জুমার দিন খুতবা দিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! অভাবে আমাদের বড় করুণা অবস্থা। আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন।

নবীজি দোয়ার জন্য হাত তুললেন। আসমানে তখন মেঘের কোনো চিহ্ন ছিল না। কিন্তু নবীজির দোয়া শেষ হতে না হতে বড় বড় মেঘ ভেসে আসতে লাগল। আর তিনি মিম্বর থেকে নামার আগেই মুঘলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। এভাবে পরের জুমা পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হলো। বৃষ্টিতে সবকিছু ভেসে যাওয়ার জোগাড় হলো।

ছোটদের
প্রিয়নবীর গল্প-৭

অমুসলিমদের প্রতি প্রিয়নবী

মুনীরুল ইসলাম



রাসুল গেলেন শত্রুর বাড়ি

ছোট বন্ধুরা, ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতি ধর্ম। ভালোবাসা ও মানবতার ধর্ম। অমুসলিমদের সঙ্গেও অন্যায় আচরণ করতে বাধা দিয়েছে ইসলাম। শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের রয়েছে আদর্শ ও ঐতিহ্য। অমুসলিমদের সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বইয়ে এমন কিছু গল্পই তোমাদের শোনাব।

এক অমুসলিম বুড়ি প্রতিদিন নবীজির চলার পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। একদিন নবীজি দেখলেন, পথে কাঁটা নেই।



অমুসলিম বুড়ির বাড়ি এবং খেজুর গাছ

